31819 - উমরা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি উমরা করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

দুইটি শর্তপূরণ হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারকেবুল হয় না:

১. আল্লাহর জন্য মুখলিস (একনিষ্ঠ) হওয়া। অর্থাৎ সে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালকে উদ্দেশ্য করা; প্রদর্শনেচ্ছা বা প্রচারপ্রিয়তার উদ্দেশ্যেনো করা অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে না করা।

২. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি উমরা, হজ্ব বা অন্যকোন ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ শিখে নেয়া; যাতে তার আমল রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক হয়। নিম্নে আমরা সুন্নাহরআলোকেউমরা আদায়ের পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলে ধরব।উমরার কাজ চারটি:

এক:ইহরাম

ইহরাম মানে হচ্ছে- নুসুকে তথা হজ্ব বা উমরাতে প্রবেশের নিয়ত।

কেউ যদি ইহরাম করতে চায় তখন সুন্নত হচ্ছে- সে ব্যক্তি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফরজ গোসলের মত গোসল করবে, মাথা বা দাঁড়িতে মিসক বা অন্য যে সুগন্ধি তার কাছে থাকে সেটা লাগাবে। সুগন্ধির আলামত যদি ইহরাম করার পরেও থেকে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইহরাম করতে চাইতেন তখন নিজের কাছে সবচেয়ে ভাল যে সুগন্ধিটা আছে সেটা ব্যবহার করতেন। ইহরাম করার পরে আমি তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে সে সুগন্ধির ঝলিকিদেখতে পেতাম।[সহিহ বুখারি (২৭১) ও সহিহ মুসলিম (১১৯০)] নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নত। এমনকি হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীদের ক্ষেত্রেও। কেননা আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) নিফাসগ্রস্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইহরামের জন্য গোসল করার

ও রক্ত প্রবাহরে স্থান একটি কাপড় দয়িে বঁধেে নয়িে ইহরাম করার নর্িদশে দয়িছেনে।[সহহি মুসলমি (১২০৯)]

গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহাররে পর ইহরামরে কাপড় পরধিান করবে। এরপর ফরজ নামাযরে ওয়াক্ত হলে ফরজ নামায আদায় করবে। ফরজ নামাযরে ওয়াক্ত না হলে ওজুর সুন্নত হসিবেে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। নামাযরে পর কবিলামুখি হয়ে ইহরাম বাঁধবে। ইচ্ছা করলে বাহনে (গাড়ীতে) উঠে যাত্রার প্রাক্কালে ইহরাম করতে পারনে। তবে মীকাত থকেে মক্কার উদ্দশ্যে ছড়েে যাওয়ার আগে ইহরাম করতে হবে। এরপর বলবনে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতনি (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হসিবেে আপনার দরবারে হাজরি)। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভোবে তালবয়িা পড়ছেনে সভোবে তালবয়িা পড়বে। সইে তালবয়িা হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকালা শারকিা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারকিা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশ্চিয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নরিঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআরও একটি তালবয়িা পড়তনে সটো হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজরি)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরকেটু বাড়য়িে বলতনে:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বি ইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমি আপনার দরবারে হাজরি, আমি আপনার সৌজন্যে উপস্থতি। কল্যাণ আপনার-ই হাতে। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতি নবিদেতি)। পুরুষরো উচ্চস্বরে তালবয়িা পড়বে। দললি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: জব্রিাইল (আঃ) এসে আমাকে

নর্িদশে দয়িছেনে আমি যনে আমাদরে সাহাবীদরেকে ও আমার সঙ্গদিরেকে উচ্চস্বরে তালবয়িা পড়ার আদশে দইি।[সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৫৯৯) আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে] আরকেটি দললি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "উত্তম হজ্ব হচ্ছে আল-আজ্জ ও আল-সাজ্জ।"[সহহিুল জামে গ্রন্থে (১১১২) আলবানী হাদসিটকিে হাসান বলছেনে] আল-আজ্জ (العَجّ) শব্দরে অর্থ হচ্ছে- উচ্চস্বরে তালবয়িা পড়া। আর আল-সাজ্জ (الثَجّ) শব্দরে অর্থ হচ্ছে- হাদরি রক্ত প্রবাহতি করা।

আর নারী এতটুকু জোরে তালবয়িাপড়বে যাতে পাশরে লোক শুনতে পায়। তবে পাশে যদি কোন বগোনা পুরুষ থাকে তাহলে মনে মনে তালবয়িাপড়বে।

যে ব্যক্তি ইহরাম করতে যাচ্ছনে তনিি যদি কোন প্রতবিন্ধকতাযমেন রোগ, শত্রু বা গ্রফেতার ইত্যাদি কারণে নুসুকতথা হজ্ব বা উমরা শষে করতে না পারার আশংকা করনে তাহলে ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে নয়ো বাঞ্ছনীয়। ইহরামকালে তনিি বলবনে:

إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোন প্রতবিন্ধকতা- যমেন রোগ, বলিম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যখোনপ্রেতবিন্ধকতার শকিার হই সখোনে ইহরাম থকেে হালাল হয়ে যাব)। কনেনা দুবাআ বনিতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় ইহরাম বাঁধাকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শর্ত করার নর্িদশে দয়িছেনে এবং বলছেনে: "তুমি যে শর্ত করছে সটো তোমার রবরে নকিটগ্রহণযোগ্য।"[সহহি বুখারি (৫০৮৯) ও সহহি মুসলমি (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শর্ত করে থাকে এবং নুসুক সম্পন্ন করণে প্রতবিন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থকেে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোন দায়ত্বি আসবে না। আর যদি নুসুক সম্পন্ন করণে কোন প্রতবিন্ধকতার আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত করনেনি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শর্ত করার নর্িদশে দনেনি।দুবাআ বনিতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ হওয়ার কারণে শুধু তাকে শর্ত করার নর্িদশে দয়িছেনে। ইহরামকারীর উচতি অধকি তালবয়িা পাঠ করা। বশিষেতঃ সময় ও অবস্থার পরবির্তনগুলোতে। যমেন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দনিরে আগমনকালে। তালবয়িা পাঠরে পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

উমরার ক্ষত্রেে ইহরামরে শুরু থকেে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবয়িা পড়া বধিান রয়ছে।তওয়াফ শুরু করলে তালবয়িা পড়া ছড়েে দবি।ে

মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল: মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল করে নবি।ে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবশেরে সময় গোসল করছেলিনে।[সহহি মুসলমি (১২৫৯)]

দুই: তওয়াফ

মসজদিে হারামে প্রবশেরে সময় ডান পা আগে দবিে এবং বলবে:

بِسْمِ اللهِ والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনি। আমার জন্য আপনার রহমতরে দুয়ারগুলো খুলে দনি। আমি বতিাড়তি শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চহোরারমাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বরেমাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদরে দকিে এগয়িে যাবে। ডান হাত দয়িে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে ও চুমু খাবে। যদি হাজারে আসওয়াদে চুমু খতেে না পারে হাত দয়িে স্পর্শ করবে ও হাতে চুমু খাবে (স্পর্শ করার মানে হচ্ছে- হাত দয়িে ছোঁয়া)। যদি হাত দয়িে স্পর্শ করতে না পারে তাহলে হাজারে আসওয়াদরে দকিে মুখ করে হাত দয়িে ইশারা করবে এবং তাকবরি বলবে; কন্তিু হাতে চুমু খাবে না। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার ফজলিত অনকে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "আল্লাহ তাআলা হাজার আসওয়াদকে পুনরুত্থতি করবনে। তার দুইটি চোখ থাকবে যে চোখ দয়িে পাথরটি দখেতে পাবে।তার একটি জহি্বা থাকবে যে জহি্বা দয়িে পাথরটি কথা বলতে পারবে। যে ব্যক্তি সঠকিভাবে পাথরটকিে স্পর্শ করছে পাথরটি তার পক্ষে সাক্ষ্য দবি।[আলবানী আল-তারগীব ও আল-তারহীব (১১৪৪) গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

তবে উত্তম হচ্ছে- ভড়িনা করা। মানুষকে কষ্ট না দয়ো এবং নজিওে কষ্ট না পাওয়া। যহেতেু হাদসিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়ছে তনিি উমরকে লক্ষ্য করে বলছেনে- "হে উমর! তুমি শক্তশিালী মানুষ। হাজারে আসওয়াদরে নকিট ভড়ি করে দুর্বল মানুষকে কষ্ট দওি না। যদি ফাঁকা পাও তবে স্পর্শ করবে; নচেৎ হাজারে আসওয়াদমুখি হয়ে তাকবীর বলবে।[মুসনাদে আহমাদ (১৯১), আলবানী তাঁর 'মানাসকিুল হাজ্জ ও উমরা' গ্রন্থে হাদসিটকিে 'কাওয়ি' (শক্তশিালী) মন্তব্য করছেনে] এরপর ডানদকি ধরে চলতে থাকবে। বায়তুল্লাহকে বামদকিে রাখবে। যখন রুকনে ইয়ামনেীতে (হাজারে আসওয়াদরে পর তৃতীয় কর্নার) পৌঁছবে তখন সে কর্নারটি চুমু ও তাকবীর ছাড়া শুধু স্পর্শ করবে। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে তওয়াফ চালয়িে যাবে; ভড়ি করবে না। রুকনে ইয়ামনেী ও হাজারে আসওয়াদরে মাঝখানে এলবেলবনে:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(অর্থ- হে আমাদরে রব! আমাদগিকে দুনয়িাতওে কল্যাণ দান করুন এবং আখরোতওে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদগিকে দোযখরে আযাব থকেে রক্ষা করুন।)[সুনানে আবু দাউদ, আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে]

যখনই হাজারে আসওয়াদরে পাশ দয়িে অতক্রিম করবে তখনই হাজারে আসওয়াদ অভমিুখী হয়ে তাকবীর বলবে। তওয়াফরে অন্য অংশে যা কছিু খুশি যকিরি, দুআ ও কুরআন তলোওয়াত করবে। বায়তুল্লাহতে তওয়াফরে বধিান দয়ো হয়ছেে আল্লাহর যকিরিকে সমুন্নত করার জন্য। তওয়াফরে মধ্যে পুরুষকে দুইটি জনিশি করতে হয়।

১. তওয়াফরে শুরু থকেে শষে পর্যন্ত ইজতবো করা। ইজতবো মানে- ডান কাঁধ খালি রখেে চাদররে মাঝরে অংশ বগলরে নীচ দয়িে এনে চাদররে পার্শ্ব বাম কাঁধরে উপর ফলেে দয়ো। তওয়াফ শষে করার পর চাদর পূর্বরে অবস্থায় ফরিয়িে নবি। কারণ ইজতবো শুধু তওয়াফরে মধ্যে করতে হয়।

২. তওয়াফরে প্রথম তনি চক্করে রমল করা। রমল মানে হচ্ছে- ছোট ছোট পদক্ষপেে দ্রুত হাঁটা। আর বাকী চার চক্করে রমল নইে বধিায় স্বাভাবকি গততিে হাঁটবে। সাত চক্কর তওয়াফ শষে করার পর ডান কাঁধ ঢকেে নয়িে মাকামে ইব্রাহমিে আসবে এবং পড়বে-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(অর্থ- আরতমেরা মাকামে ইব্রাহমিকে তথা ইব্রাহীমরেদাঁড়ানরোজায়গাকনোমাযরেজায়গাবানাও।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫]অতঃপর মাকামে ইব্রাহমিরে পছিনে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতহিার পর সূরা কাফরিুন পড়বে। দ্বতিীয় রাকাতে সূরা ফাতহিার পর সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শষে করার পর হাজারে আসওয়াদরে নকিট এসে সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে। এক্ষত্রেে শুধু স্পর্শ করা সুন্নত। যদি স্পর্শ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে ফরিে আসবে; ইশারা করবে না।

তনি: সায়ী

এরপর মাসআ (সায়ীস্থল) তে আসবে। যখন সাফা পাহাড়রে নকিটবর্তী হবে তখন পড়বে

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

(অর্থ-“নঃিসন্দহেে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নদির্শনগুলরে অন্যতম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮]এরপর বলবে: (نبدأ بما بدأ الله به)(অর্থ- আল্লাহ যা দয়িে শুরু করছেনে আমরাও তা দয়িে শুরু করছ)

অতঃপর সাফা পাহাড়ে উঠবে যাতে করে কাবা শরফি দখেতে পায়। কাবা নজরে আসলে কাবাকে সামনে রখেে দুই হাত তুলে দুআ করবে। দুআর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যা ইচ্ছা দুআ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে দুআর মধ্যে ছলি-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

(অর্থ- "নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তনিি নরিঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তনিি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান। নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ছাড়া। তনিি প্রতশ্রিুতি পূর্ণ করছেনে। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেনে এবং তনিি একাই সর্ব দলকে পরাজতি করছেনে।)[সহহি মুসলমি (১২১৮)] এই যকিরিটি তনিবার উচ্চারণ করবনে এবং এর মাঝে দুআ করবনে। একবার এই যকিরিটি বলবনেএরপর দোয়া করনে। দ্বতিীয়বার যকিরিটি বলবনে এবং এরপর দুআ করবনে। তৃতীয়বার যকিরিটি বলে মারওয়া পাহাড়রে উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবনে। তৃতীয়বারে আর দুআ করবনে না। যখন সবুজ কালার চহ্নিতি স্থানে পৌঁছবনে তখন যত জোরে সম্ভব দৌঁড়াবনে। কন্তিু কাউকে কষ্ট দবিনে না। দললি হচ্ছে- হাদসিে সাব্যস্ত হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষণি) করছেনে এবং বলছেনে: "আবতাহ দৌঁড়য়িে পার হতে হবে।" [সুনানে ইবনে মাজাহ (২৪১৯), আলবানী হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে] আবতাহ হচ্ছে- বর্তমানে দুইটি সবুজ রঙে চহ্নিতি স্থান। দ্বতিীয় সবুজ রঙ চহ্নিতি স্থান থকেে স্বাভাবকি গতি হাঁটবে। এভাবে মারওয়াতে পৌঁছবে। মারওয়ার উপরে উঠে কবিলামুখি হয়ে হাত তুলে দুআ করবে। সাফা পাহাড়রে উপর যা যা পড়ছে ও বলছে এখানে তা তা পড়বে ও বলবে। এরপর মারওয়া থকেে নমেে সাফার উদ্দশ্যে হটেঁে যাবে। স্বাভাবকিভাবে হাঁটার স্থানে হটেঁে পার হবে; আর দৌঁড়াবার স্থানে দৌঁড়ে পার হবে। সাফাতে পৌঁছার পর পূর্বে যা যা করছে তা তা করবে। মারওয়ার উপরওে আগরে মত তা তা করবে। এভাবে সাত চক্কর শষে করবে। সাফা থকেে মারওয়া গলেে এক চক্কর। মারওয়া থকেে সাফাতে এলে এক চক্কর। তার সায়ীর মধ্যে যা খুশি যকিরি, দুআ, কুরআন তলোতয়োত করতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

(অর্থ-"নঃিসন্দহেে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নদির্শনগুলরে অন্যতম")[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এই আয়াতটি শুধু সায়ীর শুরুতে সাফার নকিটবর্তী হলে পড়বে। সাফা-মারওয়াতে প্রতবিার আয়াতটি পড়বে না যমেনটি কছিু কছিু মানুষ করে থাকে।

চার: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোটে করা:

সাত চক্কর সায়ী শষে করার পর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল ছোটে করবে। মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশরে

চুল মুণ্ডন করতে হবে। অনুরূপভাবে চুল ছোট করলে মাথার সর্বাংশরে চুল ছোট করতে হবে। মাথা মুণ্ডন করা চুল ছোট করার চয়েে উত্তম। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদরে জন্য তনিবার দুআ করছেনে; আর চুল ছোটকারীদরে জন্য একবার দুআ করছেনে।[সহহি মুসলমি (১৩০৩)] পক্ষান্তরে নারীরা আঙ্গুলরে এক কর পরমিাণ মাথার চুল কাটবে।

এই আমলগুলোর মাধ্যমে উমরা সমাপ্ত হবে। অতএব, উমরার মধ্যে রয়ছে- ইহরাম, তওয়াফ, সায়ী, মাথা মুণ্ডণ বা মাথার চুল ছোট করা।

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রার্থনা করছি তনিি যনে আমাদরেকে নকে আমল করার তাওফকি দনে। তনিি যনে আমাদরে আমলগুলো কবুল করে ননে। নশ্চিয় তনিি নকিটবর্তী ও প্রার্থনা কবুলকারী।

দখেুন: আলবানীর ‘মানাসকিুল হাজ্জ ওয়াল উমরা’ এবং শাইখ উছাইমীনরে ‘আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্ব’।